মিষ্টি আলুর উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি মিষ্টি আলু চাষের জন্য উপযুক্ত। নদীল চরের বারি প্রধান মাটিতেও মিষ্টি আলুর চাষ করা যায়।

বপনের সময়

কার্তিক মাস (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর) মিষ্টি আলু চাষাবাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

বোপণ পদ্ধতি

লতার সংখ্যা ৫৬ হাজার/হেক্টর। লতার মাথা থেকে ১ম ও ২য় খন্ড রোপণ করা উচিত। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং আলু থেকে আলুর দূরত্ব ৩০ সেমি। সমতল পদ্ধতিতে সারি তৈরি করে লাগাতে হয় যাতে ২-৩ টি গিট মাটির নিচে থাকে।

সারের পরিমাণ

মিষ্টি আলু চাষে নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/হেক্টর |
| গোবর | ৮-১০ কেজি |
| ইউরিয়া | ১৪০-১৬০ কেজি |
| টিএসপি | ২৩০-২৫০ কেজি |
| এমপি | ১৬০-১৯০ কেজি |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গোবর, ইউরিয়া, টিএসি এবং ইউরিয়া ও এমপি সারের এক চতুর্থাংশ বপনের সময় জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া এবং এমপি সার বপনের ৬০ দিন পর সারির পার্শ্বে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে ২-৩টি সেচ দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

ইউরিয়া সার পার্শ্ব প্রয়োগের সময় ২ বার গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

পূর্ণ বয়স্ক উইভিল প্রায় ৬ মিমি লম্বা এবং ১.৪ মিমি চওড়া হয়ে থাকে। এ পোকার মাথায় শুড়ের মত একটি মুখাংশ আছে। মাথা এবং শাখার উপরিভাগ গাঢ় নীল রং-এর এবং চোখ ও পা উজ্জ্বল লাল-কমলা বর্ণের। কীড়া কন্দমূলের ভিতর আঁকাবাকা সুড়ংগ করে ক্ষতি করে থাকে। উইভিল আক্রান্ত কন্দমূল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

1. গাছের সারিতে মাটি তোলার সময় লÿ্য রাখতে হবে যাতে কন্দমূল মাটির নিচে থাকে।
2. মিষ্টি আলূ সংরক্ষণের সময় উইভিল আক্রমণমুক্ত শুকনা বালি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। মেঝেতে প্রথমে ১০ সেমি পুরু একটি শুকনা বালি স্তর সাজানো যেতে পারে। এরপরে ৭৫ সেমি পুরু পর্যন্ত মিষ্টি আলুর স্তর সাজাতে হবে। মিষ্টি আলুর উপরে আবার ১০ সেমি পুরু বালির স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

অন্যান্য প্রযুক্তি

চর অঞ্চলে মিষ্টি আলুর চাষ

জমি নির্বাচন ও তৈরি

চর অঞ্চলের বেলে দোআঁশ মাটি মিষ্টি আলুর জন্য উৎকৃষ্ট। মাটির ‘জো’ অবস্থায় ৩-৪টি আড়াআড়ির চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

রোপণের সময়

কার্তিক থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (মধ্য-অক্টোবর থেকে নভেম্বর শেষ) পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

রোপণ পদ্ধতি

মিষ্টি আলুর লতার ১ম ও ২য় খন্ড রোপণ করা উচিত। প্রতিটি খন্ডের দৈর্ঘ্য হবে ২৫-৩০ সেমি। প্রায় তিনটি গিট মাটির নিচে দিতে হবে। উপরোক্ত দূরত্ব চারা রোপণ করতে প্রতি হেক্টরে চারার প্রয়োজন প্রায় ৫৬ হাজার।

সারের পরিমাণ

মিষ্টি আলুর চাষ করে উচ্চ ফলন পেতে হলে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করে উচ্চ ফলন পাওয়া সম্ভব।

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/হেক্টর |
| গোবর | ৫-১০ কেজি |
| ইউরিয়া | ১৩০-১৪০ কেজি |
| টিএসপি | ৭০-৮০ কেজি |
| এমপি | ১৪০-১৫০ কেজি |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গোবর, টিএসপি ও এমপি সার জমি তৈরির সময়, অর্ধেক ইউরিয়া চারা রোপণের ১৪-১৫ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ৩০-৩৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

সমতল জমিতে চারা রোপণ করে পরবর্তীতে দুই কিসিত্মতে চারা রোপণের ১৪-১৫ এবং ৩০-৩৫ দিন পর সারি বরাবর আইল উঠাতে হয়। দুই কিসিত্মতে বাঁধার পর আইলের উচ্চতা ১২-১৫ সেমি হবে।

আগাছা দমন

চারা রোপণের পর থেকে চারার বয়স ৩৫-৪০ দিন পর্যমত্ম জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

চারা রোপণের পর ১৩০-১৫০ দিনের মধ্যে মিষ্টি আলু উঠাতে হয়।